কলকাতার হাই কোর্ট অফ জুডিকেচার-এ

সাংবিধানিক রিট অধিক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

সম্মানীয় বিচারক শেখর বি. সরাফ

২০১১ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৪৮৬১

শ্রীমতী. পলিন মুখার্জী

জনাব

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যরা

আবেদনকারীর জন্য শ্রী সুশান্ত পাল

উত্তরদাতাদের জন্য শ্রী ভুদেব চ্যাটার্জি

শেষ শুনানীঃ সেপ্টেম্বর ৮,২০২৩

রায় ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বিচারপতি শেখর বি. সরাফ

১. আবেদনকারী কর্তৃক তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে ম্যান্ডামাসের প্রকৃতির একটি রিট জারি করার জন্য সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাকে ৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার) বোনাস সহ ৫০,০০০/- টাকা (কেবল পঞ্চাশ হাজার) পরিমাণ অর্থ ছাড়ার আহ্বান জানানো হয়েছে মাসিক আয় প্রকল্পের শুধুমাত্র) পরিপক্কতার তারিখ থেকে সুদ সহ

প্রচলিত জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক হার অনুযায়ী অবিলম্বে এবং আইন অনুযায়ী ।

২ আবেদনকারী ১৮ই এপ্রিল, ২০০২-এ ভদ্রকালী পোস্ট অফিসারে (এরপরে "উত্তরদাতা নম্বর ৪" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) মাসিক আয় প্রকল্প নম্বর ৭০৪০১৪৩৪৭ খুলেছিলেন, যা ১৮ই এপ্রিল, ২০০৮-এ পরিপক্ক হয়েছিল। ৫০০০/- (মাত্র পাঁচ হাজার) বোনাস সহ ৫০,০০০/- টাকা (মাত্র পঞ্চাশ হাজার) তোলার জন্য, তিনি ১৯শে এপ্রিল, ২০০৮-এ একটি প্রত্যাহারের স্লিপে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং এটি তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধি শ্রী ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েছিলেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত শ্রী ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন ৩১শে মে, ২০০৮ তারিখে।

৩আবেদনকারী অভিযোগ করেছেন যে এজেন্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, তিনি তার মাসিক আয় প্রকল্প সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে উত্তরদাতা নং ৪-এর অফিসে যাবেন কিন্তু কোনও যথাযথ প্রতিক্রিয়া পাবেন না। এক বছরের অনুসন্ধানের পরে, তাকে জানানো হয়েছিল যে তার মাসিক আয় প্রকল্পটি নগদ অর্থের মাধ্যমে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ১৭ জুলাই, ২০০৯ তারিখে দক্ষিণ হুগলি বিভাগের সুপারিনটেনডেন্টকে সম্বোধন করে একটি চিঠিতে তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে তিনি কোনও নথি পাননি যে এই ধরনের অর্থ প্রদান তার পক্ষে করা হয়েছে এবং তিনি চেয়েছিলেন যে বোনাস সহ তার পরিপক্ক পরিমাণ চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হোক। তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে২৫শে আগস্ট, ২০০৯, তিনি প্রধান পোস্টমাস্টার জেনারেলকে চিঠি লিখেছেন

(এখানে "উত্তরদাতা নং ৩" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) তাকে জানিয়েছিলেন যে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি কোনও উত্তর পাননি। তিনি আবার উত্তরদাতা নং ৩-কে ১৮ই জুন, ২০১০-এর একটি চিঠির মাধ্যমে লিখেছিলেন যে তিনি কোনও উত্তর পাননি। উপরন্তু, মূলধন এবং সুদ সহ পরিমাণ ২০,০০০/- (কেবল কুড়ি হাজার) বা তার বেশি হলে ডাকঘরকে পরিপক্ক সঞ্চয়ের উপকরণগুলি নগদে পরিশোধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। ২৮শে জুন, ২০১০-এর একটি চিঠির মাধ্যমে, ভিজিলেন্স অফিসার (এরপরে "উত্তরদাতা নং ৫" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন এবং আবেদনকারীকে জানিয়েছিলেন যে বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। তবে, আরও অনুরোধ সত্ত্বেও, উত্তরদাতা নং ৫ আবেদনকারীকে কখনও সাড়া দেননি।অবশেষে, আবেদনকারী ৩রা নভেম্বর, ২০১০ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে উপ-মহানির্দেশককে (এরপরে "উত্তরদাতা নং ২" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) চিঠি লিখেছিলেন, যা আবেদনকারীর কাছে এখনও রয়েছে এমন পুরো মামলার চিত্র তুলে ধরেকোন উত্তর পায়নি।

৪. আবেদনকারী বলেছেন যে তিনি উত্তরদাতাদের নির্বিচারে এবং অবহেলাপূর্ণ পদক্ষেপের কারণে তাঁর সঞ্চয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তবে, উত্তরদাতারা যুক্তি দেখান যে অর্থ না পাওয়ার প্রশ্নটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ১৯শে এপ্রিল, ২০০৮ তারিখের প্রত্যাহার স্লিপের অনুলিপি থেকে স্পষ্ট যে আবেদনকারী পরিপক্কতার পরিমাণ প্রত্যাহার করেছেনতারা আরও দাবি করে যে -এর পক্ষ থেকে একটি পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল।

সংশ্লিষ্ট ডাক সহকারী, এবং সেই অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু, অভিযোগটি এক বছর এবং তিন মাস দায়ের করা হয়েছিল প্রত্যাহারের স্লিপ স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে, এবং এই ধরনের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

৫.১৯৬১ সালের আয়কর আইনের ২৬৯-টি ধারা থেকে এটা স্পষ্ট যে ভদ্রকালী ডাক আধিকারিকের মাসিক আয় প্রকল্প নম্বর ৭০৪০১৪৩৪৭ থেকে নগদ অর্থ তোলার বিষয়টি এই ধারার দ্বারা কল্পনা করা হয়নি। ২০১১ সালের ৩রা অক্টোবরের শৃঙ্খলা আদেশ থেকেও এটা স্পষ্ট যে, উত্তরদাতারা অপরাধের ক্ষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট ডাক সহকারীর জন্য শাস্তি প্রাথমিকভাবে তাঁর পরবর্তী বৃদ্ধির তারিখ থেকে এক বছরের জন্য কোনও সংহত প্রভাব ছাড়াই তাঁর বেতন এক পর্যায়ে ১৪ মাসের জন্য কমানোর জন্য সংশোধন করা হয়েছিল। তবে, পরে কোনও সংহত প্রভাব ছাড়াই তাঁর বেতন এক পর্যায়ে কমানোর জন্য এটি সংশোধন করা হয়েছিল এবং বাড়ানো হয়েছিল।এটি আরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে উত্তরদাতারা ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ তারিখের এসবি অর্ডার নং ৩/২০০৮ পড়ার মাধ্যমে এই ধরনের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, যা শৃঙ্খলামূলক কার্যধারার সময় উত্তরদাতাদের দ্বারা নির্ভর করা হয়েছিলক্রমের প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে দেওয়া হলঃ

> *"৪. এটি আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যে সেভিংস অ্যাকাউন্ট ব্যতীত যে কোনও ছোট সঞ্চয় প্রকল্পে Rs.২০,০০০/- বা তার বেশি অর্থ পুনরায় প্রদান করা যাবে না যে কোনও ক্ষেত্রে নগদ দ্বারা তৈরি। এই নির্দেশাবলীর যে কোনও লঙ্ঘন হবে*

একটি দুর্নীতি অনুশীলন হিসাবে বিবেচিত এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ করবেসেই অনুযায়ী দায়ী আধিকারিকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নিন।"

সুতরাং, উত্তরদাতা যুক্তি দিতে পারেন না যে সংশ্লিষ্ট কাজ ডাক সহকারী নিছক একটি পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল।

৬. এটি প্রতীয়মান হয় যে সংশ্লিষ্ট ডাক সহকারীকে শাস্তি দেওয়ার কারণে উত্তরদাতারা নিজেদের কোনও দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। যাইহোক, **সুলেখা চ্যাটার্জি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে, ২০২৩ সালের এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ২২৪২**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এই আদালত ব্যাঙ্কের দায় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে যখন তাদের পক্ষে কাজ করা এজেন্টদের পক্ষ থেকে ত্রুটি রয়েছে। **প্রদীপ কুমার বনাম পোস্টমাস্টার জেনারেল** দ্বারা নির্ধারিত আইনের উপর নির্ভর করে **(২০২২) ৬ এস. সি. সি ৩৫১**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে ব্যাঙ্ক এবং ডাকঘরগুলিকে তাদের এজেন্ট এবং কর্মচারীদের আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়বদ্ধ এবং দায়বদ্ধ করা যেতে পারে। এটি **প্রদীপ কুমার বনাম পোস্টমাস্টার জেনারেল (উপরে)** আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে ডাক আধিকারিকরা তাঁদের দায় থেকে অব্যাহতি পাবেন না। **সুলেখা চ্যাটার্জি বনাম ভারত সরকার এবং অন্যান্য (উপরে**)-এর প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে।

"১৫. প্রদীপ কুমারের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় আগরওয়াল বনাম পোস্টমাস্টার জেনারেল (উপরে), আবেদনকারীদের সাহায্য করে'

মামলা যেখানে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে ডাকঘর/ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাজগুলি যখন তাদের কর্মসংস্থানের সময় করা হয়, তখন জালিয়াতির দ্বারা নিন্দিত ব্যক্তির অনুরোধে ব্যাঙ্ক/ ডাকঘরের উপর বাধ্যতামূলক। প্রাসঙ্গিক অংশগুলি হয়েছ নিচে এক্সট্র্যাক্ট করা হয়েছে-

> "৫৭. আমরা এটা উল্লেখ করে শুরু করি যে, এম. কে. সিং তৃতীয় ব্যক্তি নন, ডাকঘরের একজন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী। ডাকঘর, একটি বিমূর্ত সত্তা হিসাবে, তার কর্মচারীদের মাধ্যমে কাজ করে। কর্মচারীরা, ব্যক্তিগতভাবে, অসৎ হতে পারে এবং প্রতারণার কাজ করতে পারে বা নিজের প্রতি অন্যায় করতে পারে বা অন্যের সাথে মিলিত হতে পারে। [পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বনাম দুর্গা দেবী, ১৯৭৭ এস. সি. সি অনলাইন ডেল ৯৩ দেখুন] ব্যাঙ্ক/ডাকঘরের কর্মচারীদের এই ধরনের কাজগুলি, **যখন তাদের কর্মসংস্থানের সময় করা হয়, তখন ব্যাঙ্ক/ডাকঘরের কর্মকর্তাদের জালিয়াতি এবং অন্যায় কাজের দ্বারা নিন্দিত ব্যক্তির প্ররোচনায় ব্যাঙ্ক/ডাকঘরের উপর বাধ্যতামূলক হয় ব্যাঙ্ক/ডাকঘরের কর্মচারীদের এই ধরনের কাজ তাঁদের কর্মসংস্থানের মধ্যে থাকলে আবেদনকারীদের আঘাতের জন্য আইনত অগ্রসর হওয়ার অধিকার দেওয়া হবে, কারণ এটিই ডাকঘরের বিরুদ্ধে তাঁদের একমাত্র প্রতিকার। সুতরাং, ব্যাঙ্কের মতো ডাকঘরও জালিয়াতি ইত্যাদির কারণে হওয়া ক্ষতির জন্য আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে এবং নিতে পারে, তবে এটি তাঁদের দায় থেকে অব্যাহতি দেবে না যদি জড়িত কর্মচারী -তে কাজ করতেন। তার কর্মসংস্থান এবং কর্তব্যের কোর্স।**

এস. বি. আই বনাম শ্যামা দেবী [এস. বি. আই বনাম শ্যামা দেবী, (১৯৭৮) ৩ এস. সি. সি ৩৯৯] মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে নিয়োগকর্তার দায়বদ্ধ হওয়ার জন্য এটি

যথেষ্ট নয় যে চাকরিটি চাকর বা এজেন্টকে অপরাধ করার সুযোগ দিয়েছিল, তবে প্রাসঙ্গিক বিষয়টি হল প্রতারণা ইত্যাদির আকারে অপরাধটি কর্মচারী/ কর্মচারী তার কর্মসংস্থানের সময়কালে করেছিলেন কিনা। একবার এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, নিয়োগকর্তা কর্মচারীর অন্যায় কাজের জন্য দায়বদ্ধ হবেন, এমনকি যদি তারা কোনও অপরাধের সমান হয়। কর্মসংস্থানের সময় জালিয়াতি করা হয়েছে কিনা তা সত্যের প্রশ্ন হবে যা হওয়া দরকা মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে নির্ধারিত হয়।'

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৭. উত্তরদাতারা আরও যুক্তি দিয়েছেন যে আবেদনকারী প্রত্যাহারের স্লিপে স্বাক্ষর করার ১ বছর এবং ৩ মাস পরে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এবং অর্থ না পাওয়ার দাবিটি গ্রহণযোগ্য নয়। কানাড়া ব্যাংক বনাম কানাড়া সেলস কর্পোরেশন (১৯৮৭) ২ এসসিসি ৬৬৬-এ বর্ণিত আইনের উপর নির্ভর করে, এই আদালত সুলেখা চ্যাটার্জি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য (উপরে উল্লিখিত) মামলায় রায় দিয়েছে যে কোনও ব্যক্তি ব্যাঙ্ক/ডাকঘর অ্যাকাউন্টে থাকা পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাঙ্কের (বা সম্ভবত, ডাকঘর) বিরুদ্ধে দাবি দায়ের করতে পারে যদি উক্ত পরিমাণ জালিয়াতি করে প্রত্যাহার করা হয়। উক্ত দাবিটি কেবল অবহেলার ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক/ডাকঘর দ্বারা খারিজ করা যায় না। প্রাসঙ্গিকএই আদালতের রায়ের অনুচ্ছেদটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"১৩. কানাড়া ব্যাঙ্ক বনাম কানাড়া সেলস কর্পোরেশন (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়, যার উপর নির্ভর করে আবেদনকারীদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল যা প্রশ্নের সাথেও প্রাসঙ্গিকতা বহন করে।

সেই ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে, ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অ্যাকাউন্টধারীর দাবি, যেখানে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির দ্বারা জালিয়াতি করে টাকা তোলা হয়েছে, তা বৈধ। উক্ত রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে-

> *'৩০. বাদীর বিরুদ্ধে সম্মতির মামলাও বৃদ্ধি করা যায় না। সম্মতির আবেদনটি বজায় রাখার জন্য, এটি প্রমাণ করা প্রয়োজন যে যে পক্ষের বিরুদ্ধে উক্ত আবেদনটি উত্থাপিত হয়েছে, সেই বিষয়ে নীরব ছিল যে বিষয়ে সম্মতির আবেদন উত্থাপিত হয়েছে, এমনকি বিষয়টির সত্যতা জানার পরেও। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, বাদী প্রাসঙ্গিক সময়ের মধ্যে, যখন এই ৪২ টি চেক নগদ করা হয়েছিল, তখন দ্বিতীয় আসামীর অশুভ পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।যদি ব্যাঙ্ক আদালতের সন্তুষ্টির সাথে প্রমাণ করে যে বাদী সম্পূর্ণ জ্ঞানের সাথে প্রাসঙ্গিক সময়ের জন্য অ্যাকাউন্টগুলির সঠিকতা স্বীকার করেছেন, তবে বাদীর বিরুদ্ধে সম্মতির মামলা হবে ব্যাঙ্কে পাওয়া যায় এখানে তা নেই।'*

****

৪২. ***আমরা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে উপরে উল্লিখিত যুক্তিটি গ্রহণ করি। ব্যাঙ্ক যদি তার গ্রাহকের সঙ্গে চুক্তির কোনও স্পষ্ট শর্ত বা দ্ব্যর্থহীন অনুমোদনের আদালতকে সন্তুষ্ট করতে না পারে, তা হলে ব্যাঙ্ককে তার দায় থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে না।*** *ব্যাঙ্কগুলি তাদের সুবিধার জন্য ব্যবসা করে। গ্রাহকরাও কিছু সুবিধা পান। ব্যাঙ্কগুলি যদি গ্রাহকদের দ্বারা পাসবুক এবং তাদের পাঠানো বিবৃতিগুলি সূক্ষ্মভাবে দেখার জন্য চরম যত্নের উপর জোর দেয়, তবে কোনও ব্যাঙ্কই সম্ভবত লাভজনক ব্যবসা করতে পারে না সাধারণ জ্ঞান যে পাস বইয়ের এন্ট্রি এবং*

ব্যাঙ্কের পাঠানো অ্যাকাউন্টের বিবৃতি হয় পাঠযোগ্য নয়, পাঠযোগ্য নয় বা পাঠযোগ্য নয়। ব্যাঙ্ক এবং তার গ্রাহকের মধ্যে সর্বদা আস্থার একটি উপাদান থাকে। ব্যাঙ্কের ব্যবসা নির্ভর করে এই আস্থার উপর। যখনই কোনও গ্রাহকের দ্বারা নির্ধারিত কোনও চেক কোনও ব্যাঙ্কের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তা ব্যাঙ্ককে পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়। যদি কোনও চেক জাল হয় তবে এমন কোনও আদেশ থাকে না। ব্যাঙ্ক কেবল তখনই দায় এড়াতে পারে যদি গ্রাহকের কাছে চেকের জালিয়াতির বিষয়ে জ্ঞান স্থাপন করতে পারে। দীর্ঘ সময়ের জন্য নিষ্ক্রিয়তা নিজেই দায় এড়াতে ব্যাঙ্কের পক্ষে সন্তোষজনক ভিত্তি বহন করতে পারে না এই মামলার বাদী তার হিসাবরক্ষকের দ্বারা সংঘটিত জালিয়াতির আবিষ্কারের সাথে সাথেই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যেমনটি আগের ক্ষেত্রে ছিল প্রিভি কাউন্সিল।'

****

৪৪. এইভাবে আদালত বুঝতে পেরেছে যে, কীভাবে অবহেলার ভিত্তিতে স্থগিতাদেশের আবেদন সফলভাবে পেশ করা যেতে পারে। আমরা দেখেছি যে, কোনও গ্রাহকের পক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে করা জালিয়াতির বিষয়ে ব্যাঙ্ককে অবহিত করার কোনও কর্তব্য নেই, যা সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। জালিয়াতি বা অনিয়ম আবিষ্কার না করার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গতভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য নিষ্ক্রিয়তাকে কোনও গ্রাহককে ক্ষতির জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে প্রতিরক্ষা করা যায় না। সুতরাং, বাদীকে পরাজিত করার জন্য ব্যাঙ্কের দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিগুলি গ্রহণ করা যায় না।সাধারণ আইন এবং আইনের অন্যান্য শাখায় গঠনমূলক নোটিশের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের কৌঁসুলি দ্বারা করা বিভিন্ন জমা দেওয়া কোনও ব্যাঙ্ক এবং   এর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রসারিত করা যাবে না এর গ্রাহক।'"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি এক বছর ধরে তাঁর অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন যার পরে তাঁকে বলা হয়েছিল যে তাঁর মাসিক আয় প্রকল্প নগদ অর্থের মাধ্যমে প্রত্যাহার করা হয়েছে। একবার তাঁকে জানানো হলে, তিনি ১৭ জুলাই, ২০০৯-এ একটি অভিযোগ দায়ের করেন। ব্যাঙ্ক দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে যে আবেদনকারী তার অভিযোগ দায়ের করার আগে তার অ্যাকাউন্টের অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সুতরাং ব্যাঙ্ক সেই অর্থ প্রদান করতে দায়বদ্ধ যে তার কাছে ঋণী।

৮. উপরের প্রমাণের মূল্যায়ন থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভদ্রকালী ডাক আধিকারিকের মাসিক আয় প্রকল্প নম্বর ৭০৪০১৪৩৪৭ থেকে যে পদ্ধতিতে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছিল, তা আয়কর আইন, ১৯৬-এর ধারা ২৬৯-টি-র লঙ্ঘন ছিল, কারণ উত্তরদাতারা আবেদনকারীকে অর্থ প্রদান করতে দায়বদ্ধ। যেমনটি সুলেখা চ্যাটার্জি বনাম ভারত ও অন্যান্য (উপরে উল্লিখিত)-তে দেখা গেছে, ডাকঘর সঞ্চয়ের অভিভাবক হিসাবে কাজ করে এবং এই দেশের নাগরিকদের আস্থার উপর কাজ করে যা কয়েক দশক ধরে নির্মিত হয়েছে। তবে, এই ধরনের কাজগুলি এই আস্থাকে কলঙ্কিত করে এবং করা ভুলের প্রতিকারের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করতে হবে

আদেশ এবং নির্দেশ

৯. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, একটি রিট অফ ম্যান্ডামাস থাকুক প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে জারি করা হয়েছে (ক) উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে। তদনুসারে,

এই আদালত প্রতিবাদী নং ৩, প্রধান পোস্টমাস্টার জেনারেলকে মাসিক আয় প্রকল্পের ৫০০০ টাকা (মাত্র পাঁচ হাজার টাকা) বোনাস সহ ৯০,০০০ টাকা (মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা) দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পরিপক্কতার তারিখ থেকে ৬ শতাংশ হারে সুদের হার।

১0.তদনুসারে, এই রিট পিটিশনটি ডাব্লুপিএ/৪৮৬১/২০১১ অনুমোদিত খরচ সম্পর্কে কোনও অর্ডার থাকবে না।

১১.এই আদেশের একটি জরুরি ফটোস্ট্যাট-প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, পক্ষগুলিকে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে উপলব্ধ করা উচিত।

(বিচারপতি শেখর বি. সরাফ,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly